# অমলিন

"আমার ভেতরও বাহিরে
অন্তরে অন্তরে
আছো তুমি হৃদয় জুড়ে"

গুনগুন করে গাইতে লাগলো ১২বছর বয়সী দুলু। ভাড়া বাসার সিড়িতে বসে অপেক্ষা করছে আপার জন্য। আজও আম্মাকে মেরেছে আব্বা। তাই বাসা থেকে বের হয়ে নীচতলার সিঁড়িতে বসে আছে। বাসায় আপাকে ছাড়া যাবেনা। ভীষণ ভয় করে আব্বাকে দুলুর। আব্বা তাকে আর আপাকে দেখতে পারেন না। তবু আপার সামনে সাহস অনেকটা কমই করেন। আপা গার্মেন্টসে চাকরি করেন। আপার বেতনের সব টাকাই চলে যায় তাদের জন্য খরচ করে। বেতনের টাকা প্রতিমাসে আপা স্বযত্নে আম্মার হাতে তুলে দেন আর একশ টাকা দুলুকে দিয়ে বলেন "ফিতা রাবার কিইন্যা নিস রে দুলু। যেইডা পছন্দ লাগে হেইডা কিনিস।" দুলু অবশ্য ৮০০ টাকা জমিয়ে পাশের বাসার ভাবির কাছ থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে তাদের ব্যবহার করা ফোন নিয়ে এসেছে। গান শোনা যায় রেডিওতে। হিন্দি ইংরেজী বাংলা সব গানই চলে। কিন্তু দুলু শুধু বাংলা গান শোনে। কিন্তু বাসায় কাউকে জানায়নি। আব্বা শুনলে যদি নিয়ে যায়। আব্বা শুধু বাসায় টাকা নিতে আসে, টাকা না পেলে আম্মাকে ধরে ধরে মারে। আপা ঘরে থাকলে চুপ করে যায় আবার আপা না থাকলে যেদিন মারতে পারে না সেদিনের ভাগের মারটাও আম্মার কপালে জোটে।

মনের মধ্যে ভয় থাকলেও দুলু একমনে গান গেয়ে যাচ্ছে। একটার পর একটা গান।
-"দুলু"
গান থামিয়ে তাকিয়ে দেখলো আপা চলে এসেছে। চুপ হয়ে গেলো দুলু। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আপার দিকে।
-"এইহানে কি করতাসস? বাড়িত গিয়া বইলেই পারস।"
-"আব্বায় আইসে।" কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে উত্তর দিলো।
মতিয়া দেরি না করে দৌড়ে উপরে চলে গেলো। দুলু নিচে বসে রইলো। তার প্রচন্ড কান্না আসছে, তবু সে গান ধরলো "এমন যদি হতো, আমি পাখির মতো, উড়ে উড়ে বেড়াই সারাক্ষণ।" গাইতে গাইতে চোখ ভিজে আসছে। মনে হচ্ছে আসলেই যদি পাখি হতে পারতো সে, উড়ে বেড়াতে পারতো। সবকিছু আবছা হয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে বেশি কান্না পাচ্ছে তার না হলে চোখ এমন আবছা হবে কেনো? অন্ধকার হয়ে আসছে। পরক্ষণেই অতল অন্ধকারে তলিয়ে গেলো দুলু।

কে যেনো ডাকছে তাকে। সে শুনতে পাচ্ছে। হালকা ঝাকুনিও টের পাচ্ছে। আস্তে করে চোখ খুললো। সামনে আপা বসে আছেন। ঘুমিয়ে পড়েছিলো সে। আপার দিকে তাকিয়ে হাসলো। আপা দুই হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে বুলিয়ে চোখ মুছে দিলেন দুলুর।
-"আব্বায় গেছে গা। তুই হাত মুখ মুইছ্যা একটু আমার লগে বাইরে চল।"
- "কই যামু? আম্মাও যাইবো?"
- "আম্মা ঘুমায়। খালি তুই আর আমি যামু। ভালো একটা কাপড় পড়িস। গত ঈদে কিইন্যা দিছিলাম না? অইডা পরিস।"
-"ক্যান? কারো বিয়া-শাদিতে যামু?"
হাসলো মতিয়া।
-"বড্ড জিগাস তুই। জলদি যা।"
আর কোনো প্রশ্ন করলো না দুলু। চলে গেলো তৈরী হতে। বিকেলে দুই বোন হাত ধরাধরি করে বেড়িয়ে গেলো গন্তব্যে। বড় একটা বিল্ডিং আর অনেক মানুষের ভীড়!
আপার দিকে প্রশ্ন নিয়ে তাকালো দুলু। আপা বললেন "ভয় পাইস না"।
-"ভয় লাগে না আপা। তয় কি হইতাসে এইহানে?"
-"কমু বইন একটু সময় যাউক"।
অনেকক্ষণ পর তার নাম ডাক দিলো অপরিচিত এক লোক। অবাক হয়ে আপার দিকে তাকালে, মতিয়া দুলুর দিকে তাকিয়ে বললো,

-“ ভিতরে তুই একলা যাবি। আর তোরে বলার পর খালি গান গাইবি। যেই গানডা সবথেকে বেশী পছন্দ তোর হেইডাই গাবি।“ বলে ঠেলে পাঠিয়ে দিলো মতিয়া দুলুকে। ফিরে তাকালো দুলু,  কেনো যেনো আপার চোখ দেখে মনে হলো প্রশান্তি আর আশা দেখতে পেয়েছে সে।

C.V.R